**প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তকসমূহ নিয়ে**

**তৈরি ‘ই-বুক' - উদ্বোধন অনুষ্ঠান**

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

**শেখ হাসিনা**

করবী হল, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, রবিবার, ১১ বৈশাখ ১৪১৮, ২৪ এপ্রিল ২০১১

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

সহকর্মীবৃন্দ,

ইউএনডিপি ও উন্নয়ন সহযোগী প্রতিনিধিবৃন্দ,

উপস্থিত সুধিমন্ডলী।

আসসালামু আলাইকুম।

প্রাথমিক ও মাধ্যমিকস্তরের পাঠ্যপুস্তকের সমন্বয়ে তৈরি ‘ই-বুক' এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

পাঠ্যপুস্তককে আকর্ষণীয়, চিত্তাকর্ষক এবং ফলপ্রসূ করার জন্য প্রাথমিক ও মাধ্যমিকস্তরের সকল পাঠ্যপুস্তক নিয়ে তৈরি করা হয়েছে ‘ই-বুক'।

নির্বাচনী ইশতেহারে ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার যে অঙ্গীকার আমরা করেছি, আজকে ই-বুক চালুর মাধ্যমে তা আরও একধাপ এগিয়ে গেল।

কোন কারণে কোন শিক্ষার্থী বই হারিয়ে ফেললে বা বিনষ্ট হলে নতুন করে বই সংগ্রহ করতে অনেক ঝক্কি-ঝামেলা পোহাতে হয়। এখন থেকে যে কেই এই ই-বুক থেকে যে কোন বিষয় ডাউন-লোড করে নিতে পারবেন।

আমাদের দেশের অনেক প্রবাসী ভাই-বোনেরা তাঁদের সন্তানদের বিদেশে বাংলা মাধ্যমে পড়ালেখা করাতে চান। বিশেষ করে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা, জেএসসি এবং এসএসসি পরীক্ষায় যারা অংশগ্রহণ করে থাকে, তাদের বাংলা পাঠ্যপুস্তকের দরকার হয়।

এখন থেকে বিদেশে বাংলা মাধ্যমের ছাত্র-ছাত্রীরা অন-লাইনে তাদের চাহিদা অনুযায়ী ই-বুক থেকে প্রয়োজনীয় সহায়তা নিতে পারবে।

বিভিন্ন সময়ে যেসকল পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করা হয়েছে সেগুলো সঠিকভাবে সংরক্ষণ করার কোন ব্যবস্থা নেই।

এ উদ্যোগের ফলে সকল পাঠ্যপুস্তক নিয়ে একটি আর্কাইভ তৈরি করা সম্ভব হবে। ভবিষ্যতে এই আর্কাইভ শিক্ষক, শিক্ষা গবেষক, শিক্ষাবিদ, শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ এবং নীতি-নির্ধারকদের জন্য তথ্যভান্ডার হিসেবে কাজ করবে।

সুধিবৃন্দ,

গুণগত শিক্ষা বিস্তারের মাধ্যমে আমরা দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তুলতে চাই। এ জন্য শিক্ষা ও শিখন ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন আনা হচ্ছে।

আপনরা জানেন, ইতোমধ্যেই সকলের মতামতের ভিত্তিতে আমরা একটি যুগোপযোগী জাতীয় শিক্ষা নীতি প্রণয়ন করেছি। এই শিক্ষানীতির আলোকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে এনসিটিবি বিদ্যমান শিক্ষাক্রম পরিমার্জনের কাজ হাতে নিয়েছে। এক্ষেত্রে আমার দপ্তরের এটুআই প্রকল্প এবং এনসিটিবি'র যৌথ উদ্যোগে একটি যুগোপযোগী শিক্ষাক্রম তৈরি করা হবে।

একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার উপযোগী করে আমাদের পাঠ্যপুস্তকগুলো প্রণয়ন করতে হবে। পাঠ্যপুস্তকগুলো যাতে সহজবোধ্য, আনন্দদায়ক ও জীবনমুখী হয়, সেদিকে নজর রাখতে হবে।

পাশাপাশি দেখতে হবে, শিক্ষার্থীদের, বিশেষ করে, শিশু শিক্ষাথীদের উপর যেন অযথা বাড়তি চাপ না পড়ে। অতিরিক্ত পড়াশোনার চাপে তাদের মানসিক ও শারীরিক বিকাশ যেন বাধাগ্রস্ত না হয়।

শিখন প্রক্রিয়ায় প্রযুক্তি ব্যবহার বাড়াতে হবে। প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে শ্রেণীকক্ষে শিখন প্রক্রিয়াকে আরও সহজ এবং আনন্দদায়ক করা সম্ভব। আমরা যদি শিখন প্রক্রিয়াকে আনন্দদায়ক করতে পারি, তাহলে শ্রেণীকক্ষেই শিখার কাজটি অনেকাংশে সম্পন্ন হবে।

অভিভাবকদের তখন আর প্রাইভেট টিউটরদের বাড়ি বাড়ি ঘুরতে হবে না। ছেলে-মেয়েরাও খানিকটা অবসর পাবে এবং নিজেদের প্রতিভার বিকাশ ঘটাতে পারবে।

এজন্য শ্রেণীকক্ষে মাল্টি মিডিয়া এবং অডিও-ভিজুয়াল যন্ত্রপাতির ব্যবহার ধীরে ধীরে বাড়াতে হবে। এসব যন্ত্রপাতি ব্যবহারের মাধ্যমে অনেক কঠিন বিষয়কেও সহজে শিক্ষার্থীদের বুঝানো সম্ভব।

আমরা এজন্য ক্লাসরুমে মাল্টিমিডিয়া স্থাপনের উদ্যোগ নিয়েছি। ইতোমধ্যে সারাদেশে ২০ হাজার ৫০০ মাধ্যমিক স্কুল ও মাদ্রাসায় ১টি করে মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম স্থাপন করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। মাল্টি মিডিয়ায় ব্যবহারের জন্য ডিজিটাল বিষয়বস্ত্ত তৈরির কাজও চলছে।

            ২০১৪ সালের মধ্যে আমরা দেশকে নিরক্ষরতামুক্ত করতে চাই। কিছু কিছু দুর্গম এবং বিচ্ছিন্ন এলাকা ছাড়া দেশের প্রায় সকল এলাকায় বিদ্যালয় গমনোপযোগী শিশুরা বিদ্যালয়ে আসতে শুরু করেছে। আমাদের এখন টার্গেট বিচ্ছিন্ন এলাকাগুলোর শিশুদের বিদ্যালয়ে নিয়ে আসা।

            পাশাপাশি শিক্ষা জীবন থেকে ঝরে পড়া এখনও একটি বড় ধরনের সমস্যা হিসেবে রয়ে গেছে। ঝরে পড়া বন্ধের জন্য আমরা বিভিন্ন পদক্ষেপ নিচ্ছি।

ইতোমধ্যে মাধ্যমিকস্তর পর্যন্ত সকল শিক্ষার্থীর মধ্যে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণের কার্যক্রম হাতে নেওয়া হয়েছে। গত দুই বছর অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে বছরের শুরুতেই আমরা শিক্ষার্থীদের হাতে নতুন পাঠ্যপুস্তক তুলে দিয়েছি।

            দরিদ্র ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে নগদ বৃত্তির পরিমাণ বৃদ্ধি করা হয়েছে। আমরা অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়া কিছু কিছু এলাকার ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে দুপুরের খাবার বিতরণের বিষয়টি সক্রিয়ভাবে বিবেচনা করছি।

সুধিবৃন্দ,

            আমরা সব সময়ই বলেছি, ডিজিটাল বাংলাদেশ হল বাংলাদেশের সকল শ্রেণী-পেশার আপামর জনসাধারণের ভাগ্যোন্নয়নে তথ্য প্রযুক্তির লাগসই ব্যবহারের একটি রূপকল্প।

এটি দিন বদলের সনদে উল্লেখিত শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান, দারিদ্র্য বিমোচনসহ সকল প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে প্রযুক্তির লাগসই প্রয়োগের একটি আধুনিক দর্শন।

আমাদের ডিজিটাল বাংলাদেশ হবে ধনী-গরীব, শিক্ষিত-অশিক্ষিত নির্বিশেষে দেশের সকল নাগরিকের এবং ‘প্রযুক্তি বিভেদ' মুক্ত।

সরকার ডিজিটাল বাংলাদেশ-এর কার্যক্রমকে এগিয়ে নিতে নিরলসভাবে কাজ করে চলেছে। সকল নাগরিকের কাছে তথ্য ও সেবা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে গত বছরের জানুয়ারি মাসে আমরা বাংলাদেশের সবকয়টি জেলায় তথ্য বাতায়ন উদ্বোধন করেছি।

নভেম্বরে সারাদেশের সকল ইউনিয়ন পরিষদে একযোগে ইউনিয়ন তথ্য ও সেবা কেন্দ্র উদ্বোধন করা হয়েছে। ডিসেম্বরে সারাদেশের চিনিকলগুলোতে এসএমএস'র মাধ্যমে চাষীদেরকে  ই-পূর্জি প্রদানের প্রথা চালু করা হয়েছে।

এছাড়া গত ফেব্রুয়ারি মাসে জাতীয় ই-তথ্যকোষ উদ্বোধন করা হয়েছে। এই তথ্যকোষে কৃষি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, আইন ও মানবাধিকার, নাগরিক সেবাসহ জীবন-জীবিকাভিত্তিক প্রয়োজনীয় তথ্য জমা থাকবে।

দেশের ৪ হাজার ৫০১টি ইউনিয়ন তথ্য ও সেবাকেন্দ্রসহ যেকোন স্থান থেকে সাধারণ মানুষ এসব তথ্য সংগ্রহ করতে পারবেন।

ইতোমধ্যে মোবাইল কোম্পানিগুলোকেও বাংলায় কন্টেন্ট প্রস্ত্তত করার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।

প্রিয় সুধি,

২০২১ সালে আমাদের স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী। এ সময়ের মধ্যে আমরা বাংলাদেশকে একটি দারিদ্র্য, ক্ষুধা, নিরক্ষরতামুক্ত উন্নত দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে কাজ করছি। আমাদের এ উদ্যোগকে সফল করতে হলে দলমত নির্বিশেষে সকলকে একযোগে কাজ করতে হবে।

আসুন, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও তথ্য প্রযুক্তিতে অগ্রসর ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নে আমরা সবাই একযোগে কাজ করি। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ে তুলি।

সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি প্রাথমিক ও মাধ্যমিকস্তরের পাঠ্যপুস্তকের সমন্বয়ে তৈরি ‘ই-বুক' এর উদ্বোধন ঘোষণা করছি।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক ।

.....